সংবাদ

তাং ০৭।৪।০৯
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৬

রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্থিরতা

মঞ্জুরি কমিশনের হটকারী সিদ্ধান্তে আন্দোলনে শিক্ষার্থীরা

লিয়াকত আলী বাদল, রংপুর

রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগে শিক্ষক নেই ৬০ শিক্ষার্থী আছে। তারা ভর্তি হয়ে ৪ মাস ধরে ক্যাম্পাসে আসছে আর ফিরে যাচ্ছে। অবিশ্বাস্য হলেও এ ঘটনাটি ঘটছে লোক প্রশাসন বিভাগের শিক্ষার্থীদের বেলায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরি কমিশনের দায়িত্বহীন আচরণের কারণে শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়েছে বলে তারা অভিযোগ করেছে। অবশেষে এবার শিক্ষক নিয়োগ করে তাদের ক্লাস শুরুর দাবিতে আন্দোলনে নেমেছে লোক প্রশাসন বিভাগের শিক্ষার্থীরা। তাদের আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানিয়ে যোগ দিয়েছে অন্যান্য বিভাগের শিক্ষার্থীরা। চলছে ক্লাসবর্জন, মানববন্ধন আর বিক্ষোভ। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে.

আন্দোলনে : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৩

আন্দোলনে : শিক্ষার্থীরা

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় ২০০৮ সালে প্রতিষ্ঠার পর এখানে লেখাপড়ার কোন সেশন জট ছিল না। শিক্ষকদের আন্তরিকতার কারণে এখানে শিক্ষার পরিবেশ খুবই চমৎকার। ইতোমধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়টি দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে সুনাম কুড়িয়েছে। অবকাঠামো উন্নয়ন ঘটেছে অবিশ্বাস্য গতিতে। কিন্তু বাদ সেধেছে শিক্ষক সংকটের কারণে। বর্তমানে সাড়ে ৪ হাজার শিক্ষার্থী এখানে লেখাপড়া করছে। ২১টি বিভাগে শুধু বাংলা আর ইংরেজি ছাড়া অন্যান্য বিভাগে শিক্ষক সংকট চরম আকার ধারণ করায় শিক্ষার্থীরা ভালোভাবে লেখাপড়া করতে পারছে না ।

চলতি শিক্ষা বর্ষে নতুন একটি বিভাগ খোলা হয়েছে তার নাম লোক প্রশাসন বিভাগ। এই বিভাগে ৬০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছে। কিন্তু ৪ মাস অতিবাহিত হওয়ার পরেও এই বিভাগে আজ অবধি ক্লাস শুরু হয়নি। কারণ এ বিভাগে কোন শিক্ষক নেই। ভর্তি হওয়ার পর ৪ মাস অতিবাহিত হয়ে গেল এখন পর্যন্ত শিক্ষক নিয়োগ না করায় শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাসে আসেন আর ফিরে যাচ্ছেন।

লোক প্রশাসন বিভাগের শিক্ষার্থীদের অভিযোগ শিক্ষক নিয়োগ না করেই কেন এ বিভাগ খোলা হলো আর তাদের ভর্তি করা হলো। তারা আরও অভিযোগ করেছে ৪ মাস ধরে শিক্ষকের অভাবে তাদের ক্লাস শুরু না হওয়ায় তারা সেশন জটে পড়তে যাচ্ছেন। তার ওপর বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরি কমিশনের শিক্ষক নিয়োগের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করায় কবে নাগাদ নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া হবে আর তাদের শিক্ষক নিয়োগ হবে। এ নিয়ে চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছেন তারা। সে কারণে মঞ্জুরি কমিশনের বিরুদ্ধে এবার আন্দোলনে নেমেছেন তারা।

এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. গাজি মাযহারুল আনোয়ার গতকাল সংবাদকে জানান শিক্ষক নিয়োগে নিষেধাজ্ঞা থাকায় লোক প্রশাসন বিভাগে শিক্ষক নিয়োগ করা যায়নি বলে এখন পর্যন্ত ক্লাস শুরু হয়নি। বিষয়টি অত্যন্ত দুঃখজনক। এ ব্যাপারে শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে উপাচার্যকে লিখিত দেয়া হয়েছে। তবে শিক্ষার্থীদের জীবন নিয়ে এভাবে ছিনিমিনি খেলা ঠিক হচ্ছে না। এ ব্যাপারে জরুরি ভিত্তিতে পদক্ষেপ নেয়া হবে বলে তিনি মনে করেন।

অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার শাহাজাহান মিয়া সংবাদকে জানান: বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট শিক্ষক প্রয়োজন ২৭০ জন। বর্তমানে শিক্ষক আছে মাত্র ৯২ জন। এর মধ্যে লোক প্রশাসন বিভাগে কোন শিক্ষক নেই। অন্যান্য বিভাগের শিক্ষক সংকট আছে। কিন্তু লোক প্রশাসন বিভাগে শিক্ষার্থীদের ৪ মাসেও ক্লাস শুরু না হওয়ায় তারা আন্দোলন করছেন। বিষয়টি দ্রুত নিষ্পত্তি করা দরকার বলে তিনিও মনে করেন।

তবে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন শিক্ষক জানান, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের একজন সদস্য একটি পত্র দিয়ে আপাতত সব নিয়োগ স্থগিত করতে বলেছেন। যা তার ক্ষমতার অপব্যবহার ছাড়া আর কিছুই নয়। এ ধরনের কোন নিষেধাজ্ঞা দেয়ার এখতিয়ার নিয়েও তারা প্রশ্ন তুলেছেন। তবে মঞ্জুরি কমিশন দ্রুত এ সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে শিক্ষক নিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেবেন বলে তারা প্রত্যাশা করেন। এছাড়া লোক প্রশাসন বিভাগের শিক্ষার্থীরা তাদের জীবন নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে অমানবিক আচরণ করা থেকে বিরত থাকার আবেদন জানিয়েছেন।